ইতিহাস
দশম শ্রেণি

সংঘবদ্ধতার গোড়ার কথা

1. ১৮৫৭ এর বিদ্রোহকে ''ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম'' বলা কতটা যুক্তিযুক্ত?

উঃ ১৮৫৭ এর বিদ্রোহের প্রকৃতি নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। বিনায়ক দামোদর সাভারকার এই বিদ্রোহকে ''ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ'' বলেছিলেন। অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশোভন সরকার প্রমুখরা একই ধরনের মত পোষণ করেছেন। তবে ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার এই বিদ্রোহকে সামন্ত শ্রেণির বিদ্রোহ বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে এই বিদ্রোহে জনগণের কোনো ভূমিকা ছিল না। এই বিদ্রোহ সীমিত অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। নেতাদের লক্ষ্যের মধ্যে স্থিরতা ছিল না। তাই তিনি একে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বা জাতীয় বিদ্রোহ হিসেবে দেখতে রাজি নন। ড. সুরেন্দ্রনাথ সেন, রজনীপাম দত্ত প্রমুখ গবেষকরাও এই বিদ্রোহে জাতীয়তাবোধের বিকাশ দেখতে পাননি।

তবে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বিভিন্ন গবেষকরা মনে করেন এই বিদ্রোহকে খাটো করে দেখানো যুক্তিসংগত নয়। এই বিদ্রোহে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব দান ব্যাপকভাবে ছিল। রণজিৎ গুহ, গৌতম ভদ্র, হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখরা মনে করেন যে, বিদ্রোহে স্থানীয় কৃষকদের প্রতিরোধ, জাতীয় প্রতিরোধ প্রভৃতি ধারা-উপধারায় সংমিশ্রণ ঘটেছিল।

2. বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা ও জমিদার সভা তাদের উদ্দেশ্য পূরণে কতদূর সফল হয়েছিল?

উঃ বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা১৮৩৬ খ্রিঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কালীনাথ চৌধুরি, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখরা এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এরা সকলেই জমিদার ঘরানার মানুষ ছিলেন। এর সভাপতি ছিলেন গৌরীশংকর ভট্টাচার্য ও সম্পাদক ছিলেন দুর্গাপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন। নিষ্কর জমির ওপর কর আরোপের প্রতিবাদ জানায় এই সভা। তবে দেশে কোনো জোরালো প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি। তাই শীঘ্রই এই সভা বন্ধ হয়ে যায়। তবে এটিই ছিল বাংলা তথা ভারতের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন।

জমিদার সভা ১৮৩৮ খ্রিঃ দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেবের উদ্যোগে গড়ে ওঠে। ধনী ব্যবসায়ীরা এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। জমিদার সভার লক্ষ্য ছিল জমিদারদের স্বার্থরক্ষা করা, সর্বত্র চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রসার ঘটানো, পুলিস, বিচার ও রাজস্ব বিভাগের সংস্কার করা ইত্যাদি। এই সভা সাধারণ মানুষের সমস্যা সম্পর্কে কিছু বলেনি। তবে প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির ক্ষেত্রে এক নতুন ধারার সূচনা করেছিল। ড. রাজেন্দ্রলাল মিত্র মনে করেন যে, জমিদার সভাই ছিল ভারতের স্বাধীনতার অগ্রদূত।

3. স্বামী বিবেকানন্দের লেখা বর্তমান ভারত গ্রন্থে জাতীয়তাবোধ কীভাবে ফুটে উঠেছে?

উঃ আধ্যাত্মিক জগতের মানুষ হয়েও স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে এক গভীর জাতীয়তাবাদী মনোভাব জাগ্রত ছিল। এই দেশের পরাধীনতা মুক্তির জন্য তিনি ভাবিত ছিলেন।

বর্তমান ভারত গ্রন্থে স্বামীজির দেশপ্রেমের নিদর্শন পাওয়া যায়। তাঁর কাছে ভারতভূমি ছিল 'যৌবনের উপবন' ও 'বার্ধক্যের বারাণসী'। ভারতের মাটি ছিল তাঁর কাছে 'স্বর্গ'। তাই দেশবাসীর উদ্দেশ্যে তিনি বলেন দেশসেবাই হবে তোমাদের প্রধান কর্তব্য। স্বামীজির স্থির বিশ্বাস ছিলো দেশের যুবশক্তি জাগ্রত না হলে ভারতের পরাধীনতার গ্লানি মোচন করা সম্ভব নয়। এজন্য তিনি বলতেন, ''ওঠো, জাগো, যতক্ষণ না কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছোচ্ছে ততক্ষণ থেমে থেকো না।'' যুবসমাজকে দীক্ষা দেবার জন্য বর্তমান ভারত গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেন, ''... তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত।'' দেশবাসীর আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করার জন্য তিনি সদর্পে বলেন, ''কেবলমাত্র শক্তিমানরাই স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে।''

গান্ধিজি নিজেই বলেছিলেন বিবেকানন্দের রচনাবলী পড়ে মাতৃভূমির প্রতি তাঁর ভালোবাসা সহস্রগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের মতে, তাঁর বাণী ছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রেরণার উৎস। অরবিন্দ ঘোষের ভাবনায় স্বামীজি ''ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অগ্রদূত।''